আমাদের মুক্তির পথ

ইউনিট ১৫

ভূমিকা

আদি পিতামাতার পাপে পতিত হবার পর দয়াময় ঈশ্বর মানুষকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে মানুষকে মুক্ত করবেন। সেদিন থেকে মানুষ মুক্তির অপেক্ষায় ছিলো। যীশু ঈশ্বর হয়েও মানুষ হলেন- মানুষের মুক্তিদাতারূপে পৃথিবীতে এলেন। চরম যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে জয় করে তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। আমাদের জন্য দেখিয়ে গেলেন মুক্তির পথ। আমাদের মুক্তির পথ হলো আশা এবং নবজীবনের পথ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৫.১ : অর্থবহ জীবনের লক্ষ্য
পাঠ-১৫.২ : পূর্ণতার সন্ধান
পাঠ-১৫.৩ : ব্যর্থতার কারণ
পাঠ-১৫.৪ : খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ
পাঠ-১৫.৫ : খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ-সর্বোৎকৃষ্ট পথ

পাঠ-১৫.১ অর্থবহ জীবনের লক্ষ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধৈর্য সহকারে কীভাবে অর্থপূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থবহ জীবনের লক্ষ্য হলো খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠা, সে সম্পর্কেও বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বর-সন্তান, স্বাধীনতা, আশা, প্রতিমূর্তি ও মুক্তিলাভ**

রোমীয় ৮:১৮-২৫, ২৯ক

"আমি তো মনে করি, পরমেশ্বর একদিন আমাদের মধ্যে যে মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন, তার সঙ্গে বর্তমান কালের দুঃখ-কষ্টের কোন তুলনাই করা চলে না। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, পরমেশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। বিশ্বসৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে, অবশ্য তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং তাঁরই ইচ্ছায়, যিনি তাকে সেইভাবেই বেঁধে রেখেছেন। তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে, সেও একদিন অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে, সেও ঈশ্বর-সন্তানদের মহিমময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে। আমরা তো এই কথা জানি যে, সমস্ত সৃষ্টি আজও পর্যন্ত যেন এক প্রসব বেদনায় গুমরে মরছে। শুধু সৃষ্টি নয়, আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে আমাদের পরিত্রাণের প্রথম ফসলরূপেই পেয়েছি, তারাও নিজেদের অন্তরে গুমরে মরছি সেই পূর্ণ পুত্রত্ব-লাভের প্রতীক্ষায়, আপন দেহের মুক্তিলাভেরই প্রতীক্ষায়। কারণ আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু। কিন্তু আশার বস্তু প্রত্যক্ষ হলে আর তা আশাই থাকে না; কেননা যে দেখতে পায়, সে তার আশা কেনই বা করবে? কিন্তু আমরা যা দেখতে পাইনা, তার আশা যখন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি। ... যাদের তিনি আগে থেকেই মনোনীত করেছিলেন, তাদের সম্বন্ধে আগে থেকেই তিনি তো স্থির করেও রেখেছিলেন যে, তারা তাঁর আপন পুত্রের যথার্থ প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবে।"

অনুধ্যান ঃ লক্ষ্যহীন জীবন নিরর্থক। আমরা প্রতিদিন ছোট বড়, যা কিছুই করি না কেন তার অর্থ থাকতে হবে এবং মহত্তর কোন লক্ষ্য বা কল্যাণকর উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সেই মহত্তর লক্ষ্য হলো পরমেশ্বরের মহিমার অলৌকিক প্রকাশ। মানুষ যখন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করে তখন সে অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠে। অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করার মূল লক্ষ্যই হলো মুক্তিলাভ করা এবং যীশুর প্রতিমূর্তিতে পবিত্র এক মানুষ হয়ে উঠা।

মনে রাখি ঃ আমরা যখন আশা করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি।

শব্দটীকা ঃ প্রতিমূর্তি - প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পবিত্র মানুষ হয়ে উঠার জন্য আপনি যে কাজগুলো করে থাকেন, তার পাঁচটি কাজ একটি পোস্টার পেপারে লিখে ঘরে ঝুলিয়ে রাখুন।**

সারসংক্ষেপ

মুক্তিলাভের অর্থ হলো পবিত্র জীবনযাপন করা। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করলে মানুষ স্বাধীন হয়ে উঠে এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কে মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন-

ক) যীশু খ্রিষ্ট খ) স্বর্গদূত

গ) পরমেশ্বর ঘ) সাধুসাধ্বীগণ।

২। অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করার মূল লক্ষ্য হলো-

ক) পাপের ক্ষমা লাভ করা খ) যীশুর প্রতিমূর্তি হয়ে উঠা গ) মুক্তিলাভ করা।

উপরের কোন্‌টি ঠিক-

i) ক ও খ ii) ক iii) খ ও গ

৩। আমরা কোন কিছুর জন্য আশা করলে কী করা দরকার-

ক) সহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করা খ) কঠোর পরিশ্রম করা

গ) বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করা ঘ) অর্থহীনভাবে প্রত্যাশা করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বেলা দশম শ্রেণির একজন ছাত্রী। সে নিয়মিতভাবে গির্জা ও স্কুলে যায়, প্রার্থনা ও পড়াশুনা করে, বড়দের কথামতো চলে, তাদের সম্মান করে, সকলের সাথে তার আচরণ মধুর। সে তার কাজের অর্থ খুঁজে পায় এবং আনন্দ সহকারে সে এই কাজগুলো করে। তার সহপাঠি বন্ধুরা অনেকবার তাকে বলেছে, এগুলো করে কী লাভ? চল আমাদের সাথে, সিনেমা দেখবো, বাইরে খাব, ফেইসবুকে সময় কাটাবো, দেখবি তোর কী রকম ভালো লাগে! বেলা কিন্তু কারো কথা কানে তুলল না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বেলার সেই সহপাঠিরা অনেকেই পরীক্ষায় ফেল করল এবং তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জীবন হলো- হতাশা-নিরাশা ও নেশাগ্রস্ত এবং তারা নানারকম অপকর্মে লিপ্ত হলো। জীবন তাদের কাছে অর্থহীন ও নিরানন্দ হয়ে গেল।

ক) অর্থবহ জীবনের লক্ষ্য কী?

খ) আপনি কীভাবে অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারেন?

গ) অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে গিয়ে আপনি কী ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে পারেন, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করুন।

ঘ) অর্থহীন জীবনযাপন করে বেলার সহপাঠিদের কী পরিণাম হলো- উদ্দীপকের আলোকে আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.১: ১. ক ২. iii ৩. ক

পাঠ-১৫.২ পূর্ণতার সন্ধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জানতে পারবেন কীভাবে জীবনের পূর্ণতার সন্ধান করা যায়।
- পূর্ণতা লাভের জন্য যীশুর দেয়া নির্দেশ ও বিধানগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**শাশ্বত জীবন, ঐশ আজ্ঞা, মহাসম্পদ, সঙ্গে সঙ্গে চল ও পূর্ণতা**

মথি ১৯:১৬-২২

"একদিন একটি যুবক যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: "গুরু, বলুন তো, শাশ্বত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কোন সৎ কাজ করতে হবে?" যীশু উত্তর দিলেন: "যা সৎ, সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? সৎ বলতে একজনই আছেন! ... জীবনরাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তুমি ঐশ আজ্ঞাগুলি পালন করে চল। যুবকটি জিজ্ঞেস করল: "কিন্তু কোন আজ্ঞাগুলি?" যীশু উত্তর দিলেনঃ "এই আজ্ঞাগুলি: তুমি নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না: তুমি পিতামাতাকে সম্মান করবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতই ভালোবাসবে।" যুবকটি তখন যীশুকে বলল: "এইসব আজ্ঞা আমি তো মেনেই আসছি! আমার আর কী করতে বাকি আছে?" যীশু তাকে বললেন: "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা-কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরিবদেরই দিয়ে দাও; তাহলে স্বর্গে তোমার জন্যে মহাসম্পদ সঞ্চিত থাকবে। তারপর আমার কাছে এসো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।"

অনুধ্যান ঃ মানুষ হিসেবে আমাদের গভীর চাওয়া হলো - পরিপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং পরিপূর্ণ হয়ে উঠা। আমরা ধর্মীয় বিধিবিধান ও আজ্ঞাগুলো পালন করে এই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে চাই। মঙ্গল সমাচারে বর্ণিত যুবকটি যীশুর কাছে এসেছিলো শাশ্বত জীবন লাভের জন্য তার করণীয় কী তা জানতে। যীশু তাকে আজ্ঞাগুলি পালনের কথা বলেছেন। তখন উত্তরে যুবকটি বলেছে যে, সে এই সব কিছুই করছে। তখন যীশু তাকে সব কিছু বিক্রি করে গরিবদের দিতে বললেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে বললেন। সত্যিকার অর্থে যীশুই হলেন - পূর্ণ জীবন। তাঁর সঙ্গে থাকলেই আমরা পেতে পারি পূর্ণতা। আমাদের জন্য বিধিবিধান বা আজ্ঞা পালন করা সহজ হলেও যীশুর সঙ্গে থাকা বেশ কঠিন। সব কিছু ত্যাগ করে আমরা সে পথে যেতে পারি না। কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলে আমরা লাভ করব জীবনের পূর্ণতা।

মনে রাখি ঃ আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।

শব্দটীকা ঃ পূর্ণতা - সম্পূর্ণতা, সফলতা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যীশুর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলার জন্য কোন বিষয়গুলো আপনার বাধাস্বরূপ মনে হয়-তা লিখুন, ব্যক্তিগতভাবে কারো সাথে সহভাগিতা করুন। এই বাঁধাগুলো অতিক্রম করার জন্য যীশুর কাছে শক্তি প্রার্থনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করলে, তাঁকে ভালোবাসলে এবং তাঁর বিধান পালন করলেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যুবকটি কোন বিষয় লাভের জন্য যীশুর কাছে এসেছিল-

ক) স্বর্গরাজ্য খ) শাশ্বত আনন্দ

গ) শাশ্বত গৌরব ঘ) শাশ্বত জীবন।

২। যুবকটিকে সব কিছু বিক্রি করে টাকাটা যীশু কাকে দিতে বললেন-

ক) করগ্রাহককে খ) ফরিসিদের

গ) গরিবদের ঘ) সমাজনেতাদের।

৩। যুবকটি কোন আজ্ঞা পালন করেছে-

ক) গরিবদের দান করেছে খ) সৎপথে চলেছে

গ) প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবেসেছে ঘ) নিজ দায়িত্ব পালন করেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পরেশবাবু গ্রামের একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। তার অনেক টাকাপয়সা ও জমিজমা আছে। তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন না, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন। কিন্তু তিনি খুব কৃপণ ও স্বার্থপর। পাড়ার গরিব বা অভাবী লোকদের তিনি কখনও দয়া করেন না। তার একটি মাত্র ছেলে। তার খুব ইচ্ছা ছেলের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে যাবেন। একদিন ছেলে তাকে জানালো সে সংসারত্যাগী হবে- পুরোহিত হবে, ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। বাবার এই অঢেল সম্পদের মধ্যে সে কোন আনন্দ খুঁজে পায় না। বাবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বাবা বুঝতে পারলেন তার চিন্তাচেতনা কত অসার। ছেলে তো ঠিক পথই বেছে নিতে যাচ্ছে।

ক) গরিবদের দান করলে স্বর্গে কী সঞ্চিত থাকবে?

খ) পরেশবাবুর মনোভাব কীরূপ ব্যাখ্যা করুন।

গ) জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য আপনি কোন পথ বেছে নেবেন- বর্ণনা করুন।

ঘ) জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য যীশুর শিক্ষামতো পরেশবাবুর ছেলে কী করল- তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.২: ১. ঘ ২. গ ৩. গ

পাঠ-১৫.৩ ব্যর্থতার কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জানতে পারবেন ধার্মিকতা ঈশ্বরে বিশ্বাসের ফল।
- ঈশ্বরের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস হলো ব্যর্থতার কারণ, সে সম্পর্কেও জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ধার্মিকতা, ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরে আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস**

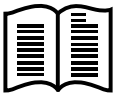

রোমীয় ৯:৩০-৩৩

তাহলে এখন আমরা কী বলব? এই কথাই বলব যে, এই যে বিজাতীয়রা, ধার্মিকতা লাভের জন্যে তেমন চেষ্টা করেনি যারা, সেই তারা কিন্তু ধার্মিকতা পেয়েই গেছে, সেই ধার্মিকতা, মানুষ যা পায় ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই ফলে। অথচ ধার্মিকতার বিধান পালন করার এত চেষ্টা করেও ইস্রায়েলের মানুষ তো সেই বিধানের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলই না। কিন্তু কেন পারল না? তার কারণ, ঈশ্বর-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নয়, নিজেদের কাজকর্মের জোরেই তারা ধার্মিকতা পাবার চেষ্টা করেছিল। আসলে "স্খলনের কারণ" সেই প্রস্তর যিনি, তাঁর জন্যেই তো স্খলিত হয়েছে তারা সেই তাঁরই প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে: "এই দেখ, সিয়োন আমি স্থাপন করছি একটি প্রস্তর, এমনই এক প্রস্তর, মানুষের যা ঘটাবে স্খলন, এমনই এক শিলা, মানুষের যা ঘটাবে পতন। অথচ এই তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখবে যে-মানুষ, তাঁকে কিন্তু লজ্জা পেতে হবে না কোনদিন।"

অনুধ্যান ঃ বিশ্বাসী ভক্তের জীবনের সফলতা হলো- ধার্মিকতা, যা মানুষ লাভ করে ঈশ্বর বিশ্বাসেরই ফলে। যারা মনে করে নিজেদের কর্মজোরে তা তারা পেতে পারে তারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ মানুষ। আমাদের জীবন ও সবকিছু ঈশ্বরের দান। আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র। আমাদের তিনি ব্যবহার করে মহান কীর্তি সাধন করেন। তাঁর ইচ্ছা পালন ও পূর্ণ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আমি আমার জীবনের ভার নিতে গেলে আমি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঈশ্বরের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস এবং তাঁর পরিচালনায় না-চলাই হলো মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কারণ।

মনে রাখি ঃ ধার্মিকতা, মানুষ যা পায়, তা ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই ফলে। ঈশ্বরের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস হলো ব্যর্থতার কারণ।

শব্দটীকা ঃ প্রস্তর - পাথর

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি কি ব্যর্থতা অভিজ্ঞতা করেছেন? কী কারণে মানুষ ব্যর্থ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার নিজের শক্তিতে সবকিছু করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাসের কারণেই মানুষের জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই ফলে মানুষ লাভ করে-
ক) দীর্ঘায়ু খ) অমরত্ব
গ) পাপের ক্ষমা ঘ) ধার্মিকতা।

২। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কারণ হলো-
ক) নিজের উপর আস্থা খ) ঈশ্বরের উপর আস্থা গ) পৃথিবীর শক্তির উপর আস্থা।
নিচের কোন্‌টি ঠিক?
i) ক ও গ ii) ক iii) খ ও গ

৩। বিশ্বাসী ভক্তের জীবনের সফলতা হলো-
ক) স্বর্গরাজ্যলাভ খ) ধার্মিকতা লাভ
গ) পাপের ক্ষমালাভ ঘ) স্বর্গসুখ লাভ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আপনারা হয়তো অনেকেই টাইটানিক সিনেমাটি দেখেছেন কিংবা জাহাজটির গল্প শুনেছেন। জাহাজটি নির্মাণের পর নির্মাতাদের অহংকারের অন্ত ছিলো না। পৃথিবীর ইতিহাসে এতোবড় জাহাজ আর তৈরি হয়নি এবং এটি কোনদিন সাগরতলে ডুবে যেতে পারে না। কোন কিছুই জাহাজটিকে ভেঙ্গে দিতে পারে না। মহানন্দে প্রমোদ তরী ভেসে চললো মহাসাগরের বুকে। কিন্তু কী হলো! সামান্য দৃশ্যমান বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে মানুষের অহংকারের সলিল সমাধি হলো - সেই সাথে নষ্ট হলো হাজার হাজার প্রাণ। বিধাতা নীরবে হাসলেন।

ক) কে সেই প্রস্তর যার উপর বিশ্বাস রাখলে কখনও লজ্জা পেতে হবে না?
খ) নিজের কর্ম জোরের উপর যারা বিশ্বাসী তাদের পরিণাম কী?
গ) আপনার সাফল্যের জন্য আপনি নিজের কর্মক্ষমতা ও বিশ্বাস কোন্‌টির ওপর নির্ভরশীল? কেন?
ঘ) টাইটানিকের বিনাশ ও মানুষের জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে কী মিল - অমিল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৩: ১. ঘ ২. i ৩. খ

পাঠ-১৫.৪ খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ হলো নিজের ক্রুশ নিয়ে তাঁর অনুসরণ করা - তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আরও জানতে পারবেন, পর্বতের উপর দেয়া যীশুর শিক্ষা - অষ্টকল্যাণ বাণী হলো, বিশ্বাসীদের জন্য খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ।

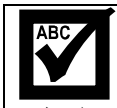 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**অনুসরণ, শিষ্য, ধন্য তারা, স্বর্গলোক, মহাপুরস্কার ও পথ প্রদর্শক**

মথি ১০:৩৭-৩৯; ৫:১-১২

"যে নিজের বাবাকে বা মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়। আর যে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেও আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়। আর যে নিজের ক্রুশ নিয়ে আমার অনুসরণ করে না, সেও আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়। যে নিজের প্রাণের স্বার্থই শুধু খুঁজে মরে, সে নিজেকে হারাবেই। আর আমার জন্যে যে নিজের প্রাণ হারাবে, সে নিজেকে খুঁজে পাবেই।

একদিন লোকের ভিড় দেখে যীশু কাছের পাহাড়টায় গিয়ে উঠলেন। তিনি সেখানে বসলেন; তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবং তিনি তাঁদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তিনি এই কথা বললেন:

অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা -- স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা -- তারাই পাবে সান্ত্বনা।

বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা -- প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।

ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্য তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা -- তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়ালু যারা, ধন্য তারা -- তাদেরই দয়া করা হবে।

অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা -- তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা -- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা -- স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ করো, উল-াস করো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহাপুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একইভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন।"

অনুধ্যান ঃ যীশু হলেন পথপ্রদর্শক। তিনি হলেন গুরু। তিনি তাঁর অনুসারীদের তাঁরই নির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন। তাঁর নির্দেশনা মতো - সবকিছুর চেয়ে, সবার চেয়ে যীশুকেই বেশি ভালোবাসতে হবে। নিজের ক্রুশ নিয়ে তাঁর অনুগামী হতে হবে। যীশুর জন্যে নিজের প্রাণ হারাতে হবে। তাঁর পথে চলতে হলে, হতে হবে -অন্তরে দরিদ্র, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, বিনয়ী-কোমল প্রাণ, ধার্মিকতার জন্য তৃষিত-ব্যাকুল, দয়ালু, অন্তরে পবিত্র, শান্তি স্থাপনকারী এবং ধর্মের জন্য নির্যাতিত। তাহলেই যীশুর যোগ্য শিষ্য ও স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবো। খ্রিষ্ট নির্দেশিত পথ হলো কালভেরির পথ - ক্রুশের পথ। এই পথে এগিয়ে যেতে পারলেই আমাদের মুক্তি লাভ সম্ভব।

মনে রাখি ঃ যে নিজের প্রাণের স্বার্থই শুধু খুঁজে মরে, সে নিজেকে হারাবেই। আর আমার জন্যে যে নিজের প্রাণ হারাবে, সে নিজেকে খুঁজে পাবেই।

শব্দটীকা ঃ পথ প্রদর্শক - যিনি পথ দেখান

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**অষ্টকল্যাণ বাণী পাঠ করুন। ধ্যান করুন। এই বাণীগুলোর মধ্যে কোন্ বাণীটি আপনার খুব ভালো লেগেছে এবং কেন, তা আপনার বন্ধুর সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথই প্রকৃত পথ, তিনিই হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। তাঁর পথ অনুসরণ করলেই আমরা লাভ করবো শাশ্বত জীবন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা--
- ক) ঈশ্বরের দর্শন পাবে
- খ) অনেক সম্পদ লাভ করবে
- গ) দয়া লাভ করবে
- ঘ) স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

২। অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা--
- ক) ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে
- খ) তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে
- গ) স্বর্গরাজ্য তাদেরই
- ঘ) সান্ত্বনা লাভ করবে।

৩। খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ হলো-
- ক) কালভেরির পথ - ক্রুশের পথ
- খ) স্বর্গরাজ্যের পথ
- গ) যেরুশালেমের পথ
- ঘ) ধর্মনিষ্ঠার পথ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আমরা প্রেরিতদূত সাধু পলের নাম শুনেছি এবং তাঁর লেখা পত্রগুলিও পড়েছি। যীশুর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা আমরা জানি। যীশুর জন্য তিনি অনেক অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। বাণী প্রচারের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে তিনি বিশ্বাসের বিজয়ের গৌরব মুকুট লাভ করেছেন।

ক) যীশুর শিষ্য হতে হলে কী করতে হবে?
খ) আপনি কখন আনন্দ উল্লাস করবেন?
গ) আপিন কীভাবে যীশুর যোগ্য শিষ্য হতে পারেন বলে মনে করেন - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) সাধু পল কীভাবে খ্রিষ্ট-নির্দেশিত পথে চলেছেন? বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৪: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

পাঠ-১৫.৫ খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ–সর্বোৎকৃষ্ট পথ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জানতে পারবেন - খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথ কষ্টকর হলেও - সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ।
- প্রভু যীশুই পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ, সে কথাও জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পথ, সত্য, জীবন, আলো ও পিতার মহিমার রাজ্য**

মথি ৭:১৩-১৪; যোহন-১৪:১-৭

"তোমরা সরু দরজা দিয়েই ভেতরে যাও; কেননা যে-দরজা, যে-পথ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা যে চওড়া, সেই পথ প্রশস্ত! আর অনেকেই তো সেই পথে পা-ও বাড়ায়! কিন্তু কত সরু সেই দরজা, কতই না সঙ্কীর্ণ সেই পথ, যা মানুষকে নিয়ে যায় মহাজীবনের দিকে! আর অল্প লোকই তো সেই পথের সন্ধান পায়। যোহন ৮: ১২ পদে যীশু বলেন- "আমি জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে চলবে না; সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে।"

যীশু এবার বললেন: "তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয়। পরমেশ্বরে তোমাদের তো বিশ্বাস আছে; তেমনি আমাতেও বিশ্বাস রাখ। আমার পিতার গৃহে থাকবার ঘর অনেক আছে; যদি না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদের বলেই দিতাম। আমি তো এখন তোমাদের জন্যে একটি থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতেই যাচ্ছি; আর সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্যে সেই জায়গার ব্যবস্থা করার পর আমি আবার ফিরে আসব এবং তোমাদের তখন আমার নিজের কাছেই নিয়ে যাব, যাতে আমি যেখানে আছি, তোমরাও যেন সেখানেই থাকতে পার। আমি এখন যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাবার পথ তোমাদের তো জানাই আছে!"

তখন টমাস বললেন: "প্রভু, আপনি যে কোথায় যাচ্ছেন, আমরা তো জানি না; তাহলে সেখানে যাবার পথটাই বা জানব কেমন করে?" যীশু উত্তর দিলেন: "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে, কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি আমাকে সত্যিই জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও তোমরা জানতে। আসলে এখন তোমরা তাঁকে জানই, তোমরা দেখতেই পেয়েছ তাঁকে।"

অনুধ্যান ঃ মানুষকে পাপ মুক্ত করে নতুন জীবন দান করতে ও পিতার কাছে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যীশুর নির্দেশিত পথ- সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করার মতো কষ্টকর, কিন্তু সেটাই সত্যিকার পথ। এই পথ বিশ্বাসের পথ, প্রভুতে অবিচল বিশ্বাস রাখলেই এই পথে চলা সম্ভব এবং পিতার প্রতিশ্রুত মহিমার রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে। বিশ্বাসের যাত্রাপথে সকল পরীক্ষা প্রলোভন জয় করে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি, যেন দিশেহারা হয়ে না পড়ি। যীশু আমাদের পথ চলার বন্ধু - তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে যাবেন। যীশুই পথ, সত্য ও জীবন এবং তাঁর পরিচালিত পথই হলো শ্রেষ্ঠ পথ।

মনে রাখি ঃ "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে, কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।"

শব্দটীকা ঃ ধ্বংস - বিনাশ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি)	**যীশু জীবন পথের আলো... দলগতভাবে গানটি করুন। (এটি জানা না থাকলে - এই পাঠের সাথে মিল রেখে যে কোন গান করতে পারেন)।**

/শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ

যীশুই হলেন- পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে বা তাঁর দেখানো পথে না চললে আমরা কখনোই পিতার কাছে যেতে পারবো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যেই দরজা চওড়া, যেই পথ প্রশস্ত! সে-পথ মানুষকে নিয়ে যায়-
ক) মৃত্যুর দিকে খ) বিনাশের দিকে
গ) ধ্বংসের দিকে ঘ) অধোলাকে।

২। "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন!" এই কথা কে বলেন-
ক) প্রভু যীশু খ্রিষ্ট খ) পিতা পরমেশ্বর
গ) প্রেরিত দূত পল ঘ) পবিত্র আত্মা।

৩। যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন-
ক) মানুষকে পাপমুক্ত করতে খ) নরকের পথ দেখাতে
গ) স্বর্গের দরজা বন্ধ করতে ঘ) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করতে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আপনারা সাধ্বী মারীয়া গরেটির নাম শুনে থাকবেন। তিনি যখন চৌদ্দ বছরের কিশোরী তখন আলেকজান্ডার নামে এক যুবক তাঁকে মন্দ প্রস্তাব দেয়। মারীয়া গরেটি ছিলেন খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী। যীশুর জন্য তিনি আজীবন পবিত্র থাকতে ও তাঁর কৌমার্য রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি আলেকজান্ডারের প্রস্তাবে রাজী হন নি। ক্রুদ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার তাঁকে ছুরির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেন এবং মারীয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেন। যীশুর নির্দেশিত পথে বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে মারীয়া সরু দরজাটাই বেছে নিলেন। যীশুকেই সত্য, পথ ও জীবন বলে মেনে নিলেন।

ক) যীশু বলেন- "আমি জগতের আলো।" তাঁকে অনুসরণ করলে আপনি কী লাভ করবেন?

খ) "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন!" যীশুর এই উক্তিটি দিয়ে আপনি কী বুঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ) আপনার জীবনে পাপ প্রলোভন আসলে আপনি কীভাবে তা জয় করবেন? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

ঘ) মারীয়া গরেটি যীশুর নির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে কীভাবে পরীক্ষা প্রলোভন জয় করেছেন? পাঠ ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৫: ১. গ ২. ক ৩. ক

উত্তরমালা: ইউনিট-১৫

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) গ	২) iii	৩) ক
পাঠ-২	১) ঘ	২) গ	৩) গ
পাঠ-৩	১) ঘ	২) i	৩) খ
পাঠ-৪	১) ঘ	২) খ	৩) ক
পাঠ-৫	১) গ	২) ক	৩) ক